দৈনিক
আজাদী

1 MAY 2017
২৪ ৭

ফল জালিয়াতির প্রতিবাদে পটিয়ায় মানববন্ধন

চিটাগাং আইডিয়াল স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটিয়া, ৩০ এপ্রিল ॥ চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে ফল জালিয়াতি ও ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরকান মহাসড়কের পটিয়া সদরে অনুষ্ঠিত এক মানববন্ধনে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এমন অভিযোগ তোলেন। উপজেলার ছনহরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল গনির সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিজানুর রহমান, গৈড়রা উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম, আবদুর রহমান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিলন কান্তি দাশ, খলিলুর রহমান মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাসুল আলম ছিদ্দিক, শিকলবাহা এজে চৌধুরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিলন কান্তি দাশসহ বিভিন্ন স্কুলের ২৪ প্রধান শিক্ষক। মানববন্ধন শেষে শিক্ষক ও সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। জানা গেছে, পটিয়া উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৮টি। চিটাগাং আইডিয়াল হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজ নামের বিদ্যালয়টি নগরের কতোয়ালি থানার জামালখান এলাকায়। এটি গত এক দশক পূর্বে প্রতিষ্ঠা হয়। আইডিয়াল স্কুল পটিয়া উপজেলার হরিণখাইন এলাকায় একটি ক্যাম্পাস তৈরি করে। উক্ত ক্যাম্পাসে নগরের জামালখান এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের পরিবহনযোগে এনে পাঠদান করা হয়। মূল বিদ্যালয়টি নগর এলাকায় অবস্থান হওয়ায় রেজিস্ট্রেশন হয়েছে নগরীতে। কিন্তু চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের একশ্রেণীর কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে পটিয়া উপজেলার জেএসসি পরীক্ষায় বৃত্তি তালিকায় উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ফলে উপজেলার ৪৮টি বিদ্যালয়ের জেএসসির বৃত্তির ফলাফলে প্রভাব পড়তে থাকে। উপজেলায় কমে যায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। উপজেলার গৈড়লা কেপি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম জানান, 'চট্টগ্রাম নগরের রেজিস্ট্রেশনকৃত আইডিয়াল হাই স্কুলটি প্রতারণা করে জুনিয়র বৃত্তি ছিনিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। গত ৪ বছর পূর্বে আন্দোলন করলে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড গ্রহণযোগ্য ফল প্রকাশ করে।

কিন্তু গত বছর পুনরায় প্রতারণামূলক উপজেলার বৃত্তি ছিনিয়ে নেয়ার কার্যক্রম শুরু করে। চিটাগাং আইডিয়াল স্কুলের পটিয়া ক্যাম্পাসের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সেলিনা আখতার হ্যানা বলেন, ফলাফল জালিয়াতি কিংবা ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে তারা কোনভাবে সম্পৃক্ত নন। উপজেলার কিছু শিক্ষক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাছাড়া ফলাফলের বিষয়টি সম্পূর্ণ শিক্ষা বোর্ডের এখতিয়ার বলে জানান।